আমি কেমন করে বিএনপি'র উপদেষ্টা হলাম
আকিদুল ইসলাম

১.

অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী যখন রাষ্ট্রপতি তখন বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির পারিবারিক ডাইনিং টেবিলে খেতে বসে একদিন আমাকে বললেন, এরশাদের শত বদনাম থাকলেও লোকটির সৌন্দর্যবোধ ছিলো। এই যে গাস, চামচ, পেট ইত্যাদি দেখছো সবই এরশাদের সময়ের। বঙ্গভবনে যে দামী আর সুন্দর চেয়ার, টেবিল, খাট পালঙ্ক দেখবে সবই এরশাদের করা।

সাভারে বি চৌধুরীর বেশ কিছু জমি আছে। তাতে তিনি দেশ বিদেশের শাক সব্জি ও ফুলের চাষ করেন। একদিন বিকেলে বঙ্গভবনের ছাদে বসে চা খেতে খেতে বললেন, আজ সাভারের বাগান থেকে 'মিন্থ' পাতা আনতে বলেছি। রাতে খেয়ে দেখো; ব্যাংককের মিন্থ থেকেও ভালো। আমি বললাম, স্যার ও গুলোর চারা তো আমিই আপনাকে ব্যাংকক থেকে দিয়েছিলাম। তিনি বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ তুমিই তো দিয়েছিলে। ওই দিন রাতে 'মিনথ' পাতা খেতে খেতে তিনি বললেন, অস্ট্রেলিয়া থেকে তোমার নামে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর হয়ে আমার কাছে একটি ফাইল এসেছে। আমি জানতে চাই কি ব্যাপারে ? তিনি বললেন, তুমি যে বিএনপি করো না, বিএনপির ঘোর বিরোধী এইসব লিখেছে। তারা প্রমাণ স্বরূপ তোমার বিএনপি বিরোধী প্রকাশিত কিছু লেখাও পাঠিয়েছে। আমি আবার জানতে চাই, কেন ? তিনি বললেন, হাস্যকর এক ব্যাপার। তারা লিখেছে, আমি নাকি তোমাকে অষ্ট্রেলিয়াস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেস সেক্রেটারী করে অস্ট্রেলিয়াতে পাঠাচ্ছি। এরই প্রতিবাদ করেছে তারা।

রাতে অস্ট্রেলিয়া থেকে একটি ফোন পাই। আমি আর আমার বেগমজাদী তখন বি চৌধুরীর মেয়ে মুনা চৌধুরী'র গাওয়া লালনগীতি শুনছি বঙ্গভবনের ছাদে বসে। আকাশে পাবিত জোসনা। বঙ্গভবন ভেসে যাচ্ছে জোসনার রুপোলী আলোয়। অস্ট্রেলিয়া থেকে ফোন করেছেন আওয়ামীলীগ অস্ট্রেলিয়ার সাধারন সম্পাদক ব্যারিস্টার সিরাজুল হক। তিনি আমার খুব প্রিয় মানুষ। যুক্তিহীন ভাবে তিনি সব সময় আমার মঙ্গল কামনা করেন। আমিও। তিনি ফোনে জানতে চান, আমি প্রেস সেক্রেটারী হয়ে অস্ট্রেলিয়ায় যাচ্ছি কিনা। আমি বলি, না। এতো তুচ্ছ প্রলোভন আমাকে কাবু করবে না। নিশ্চিত থাকেন। তার কাছে জানতে চাই, আপনি শুনলেন কোথা থেকে ? তিনি বললেন, বিএনপির কয়েকজন নেতা এসেছিলেন

আমার কাছে। তারা জানে আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক। তাই তারা আমার মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত হতে চায়।

একদিন বি চৌধুরী আমাকে বললেন, তোমার সঙ্গে এখনো অস্ট্রেলিয়ার বিএনপির ঝামেলা মেটেনি ? আমি বললাম, ঝামেলা তো স্যার আপনিই বাধিয়ে দিয়ে এসেছেন। তিনি জানতে চান, কিভাবে ?

২.

সাবেক রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী বিএনপি'র আমন্ত্রণে সিডনি এসেছিলেন ২০০০ সালে। তিনি এয়ারপোর্টে নেমেই বিএনপি নেতাদের কাছে জানতে চাইলেন, এয়ারপোর্টে আকিদ আসেনি ? নেতারা তাকালেন একজন আরেকজনের দিকে। কোন উত্তর দিলেন না। বি চৌধুরী জানতে চাইলেন, তোমরা তাকে বলোনি আসতে ? এবার নেতারা মুখ খুললেন, একজন বললেন, স্যার সে এখানের বাংলা পত্রিকায় বিএনপি এবং জিয়াউর রহমান সম্পর্কে আপত্তিকর সব লেখা লিখে বিএনপির ভাবমূর্তি নষ্ট করছে। সে 'আমরা বাঙালি' নামের একটি পত্রিকায় লিখেছে, জিয়া স্বাধীনতার ঘোষক নয়। খালেদা জিয়া সম্পর্কেও সে বাজে মন্তব্য করেছে। বিএনপির সঙ্গে জামাতের সম্পর্ক নিয়ে সে খুব কড়া বক্তব্য দিচ্ছে। সে বলেছে, এবারের নির্বাচনে বিএনপি জয়লাভ করলে কেবল রায়ের বাজার আর মীরপুর নয়; গোটা বাংলাদেশ হবে বধ্যভূমি। বি চৌধুরী কোন উত্তর দিলেন না।

রাতে হোটেলে বসে বি চৌধুরী তার ঘনিষ্ঠ কজন নেতার কাছে বললেন, তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। নেতারা তাকে জানালেন, আমার সঙ্গে বি চৌধুরী দেখা করলে বিএনপির স্থানীয় নেতাদের ভেতরে ক্ষোভ তৈরী হবে, তারা বিষয়টিকে সহজ ভাবে নেবেন না। অনুষ্ঠানের আগে এই ঝুকি নেয়া ঠিক হবে না বলে বিএনপির স্থানীয় কজন নেতা বি চৌধুরীকে পরামর্শ দিলেন। ওই রাতেই বিএনপির কজন স্থানীয় নেতা আমার প্রকাশিত কলাম, ফিচার, প্রবন্ধ নিয়ে বি চৌধুরীকে দেখালেন, আমার বিএনপি বিরোধী অবস্থানকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্যে। এসব কথা পরে আমাকে বলেছেন বিএনপি'র সাধারন সম্পাদক লিয়াকত আলী স্বপন, বিএনপির অন্যতম নেতা ফারুক আহমেদ খান, যুবদল কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মনিরুল হক জজ এবং বি চৌধূরীর ব্যক্তিগত সচিব বিপব। বি চৌধুরী নিজেও কিছু কিছু কথা আমাকে বলেছেন।

৩.

অস্ট্রেলিয়া বিএনপির জাঁদরেল নেতা ফারুক আহমেদ খান আমার বেশ ঘনিষ্ঠজন। যদিও বিএনপি সম্পর্কে আমার নানা মন্তব্যে তিনিও আমার ওপর নানা সময়ে বিরক্ত প্রকাশ করেছেন। এমন কি নির্বাচনে বিএনপির জয় লাভের পর তিনি 'আভাস' পত্রিকায় একটি লেখা লিখলে আমি তার প্রতিবাদ করে আভাসে জবাব দিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, নির্বাচনের পর ঢাকা শহরে জনতার জোয়ার নেমেছিলো। আমি বলেছিলাম, দেশের মানুষ বিএনপির জয়ে আনন্দিত হয়নি এবং দেশের ভবিষ্যত আরো খারাপ হবে। বিএনপি নিয়ে নানা সময়ে তার সঙ্গে আমার মত বিরোধ হলেও ব্যক্তিগত সম্পর্ক কখনো নষ্ট হয়নি। বি চৌধুরী সিডনি এলে আমি তাকে অনুরোধ করি, বি চৌধুরীর হোটেলের ফোন নম্বরটি দেবার জন্যে। তিনি বিএনপির স্থানীয় প্রভাবশালী কয়েকজন নেতার নাম করে আমাকে বললেন, তারা সারাক্ষণ বি চৌধুরীকে ঘিরে রাখছে। এছাড়া কেউ যদি জানতে পারে তিনি আমাকে বি চৌধুরীর ফোন নম্বর দিয়েছেন তাহলে দলের মধ্যে তার সমস্যা হবে। কথাটি বলে তিনি ফোন নম্বরটি আমাকে দিলেন এবং বিষয়টি গোপন রাখতে অনুরোধ করলেন (ফারুক ভাই, দু:খিত আজ ইতিহাসের কাঠ গড়ায় দাঁড়িয়ে আপনার কাছে করা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলাম)।

গভীর রাতে আমি ফোন করলাম বি চৌধুরীকে। প্রথমেই তিনি বললেন, তুমি তো এখানের বিএনপির সবাইকে ক্ষেপিয়ে তুলেছো। কাগজে তোমার কিছু মন্তব্যও পড়লাম, ওরা আন্ডারলাইন করে আমাকে দেখালো। আমি বললাম, স্যার আমি যেহেতু বিএনপি আওয়ামীলীগ কোনটাই করি না তাই এ দুটি দলের ভালো মন্দ আমি অকপটে সমালোচনা করতে পারি। আর লেখার সময় যেহেতু অনেকের মত আমার মাথায় জিয়াউর রহমান কিংবা শেখ মজিবুর রহমান থাকেন না তাই তাদের নিয়েও আমার ভাবনাগুলো স্পষ্ট ভাবে বলতে পারি। এতে কারা ক্ষিপ্ত হলো, কারা আনন্দিত হলো তা আমি পরোয়া করি না। এখানে বিএনপি যেমন আমাকে বিএনপি বিরোধী মনে করে ঠিক তেমনি আওয়ামীলীগও আওয়ামীলীগ বিরোধী মনে করে (পাঠক, বাসভূমির দ্বিতীয় বর্ষপূতি অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ব্যারিস্টার সিরাজুল হক বললেন, বাসভূমি তারেক জিয়ার দূর্নীতির ব্যাপারে সব সময়ই চুপ থেকেছে। বিএনপির কোন খারাপ কিছু এখানে তুলে ধরতে দেখিনা। আবার বিএনপির একাংশের সভাপতি

ফারুক আহমেদ খান বললেন, বাসভূমি খুললে মনে হয় এটি আওয়ামীলীগের মুখপত্র। প্রিয় পাঠক, এটিকে আমি অভিযোগ বলি না, এটি আমার কৃতিত্ব)।
বি চৌধুরী বললেন, তুমি এখনই হোটেলে চলে এসো। আমি বললাম, এতো রাতে ? তিনি বললেন, আমার কোন অসুবিধা নেই, তোমার আছে ? আমি বললাম, জ্বি না। তিনি বললেন, বিএনপির যেসব নেতা তোমার সম্পর্কে নানা কথা বলছে তারা এখন সবাই এখানে আছে আমি চাই তাদের সামনে তোমার সঙ্গে কথা বলতে। আমি হোটেলে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করার পর বললাম, আমি স্যার এখানে একটি রেষ্টুরেন্ট করেছি, আপনি সবাইকে সঙ্গে করে একদিন আমার রেষ্টুরেন্টে আসেন। তিনি তার ব্যক্তিগত সচিব বিপবকে পাশের রুম থেকে ডেকে আনালেন। বললেন, আকিদকে একদিন সময় দিতে হবে, দেখো কবে ফাঁকা আছে। বিপব তার ডাইরী চেক করে বললো, একদিনও ফাঁকা নেই স্যার। বি চৌধুরী বললেন, আমার মুন্সীগঞ্জের লোকজনের সঙ্গে একদিন বসার কথা আছে, ওইটা বাতিল করে ওইদিন আকিদকে দাও। ওখানে উপস্থিত বিএনপি একজন নেতা বললেন, স্যার সামনে নির্বাচন এসময়ে আপনার এলাকার লোকজনের সঙ্গে বসা উচিত। অন্য আরেকজন বললেন, এই সিটিংটা খুবই জরুরী। আরেকজন বললেন, ওরা তো খাবারের অর্ডার পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছে। আমি বুঝলাম, নেতারা বি চৌধুরীকে আমার ওখানে যেতে দিতে চাচ্ছেন না। আমি বললাম, স্যার ঠিক আছে আমারটা থাক। তিনি বিপবকে বললেন, মুন্সীগঞ্জেরটা বাতিল করে ওখানে আকিদের রেষ্টুরেন্টের ঠিকানা লিখে রাখো। আমরা আকিদের রেষ্টুরেন্ট দেখতে যাবো। বিপব দীর্ঘদিন বি চৌধুরীকে চেনেন। তিনি বি চৌধুরীরর কথা শুনলেন। বিপব এখন মাহী বি চৌধুরীর একান্ত সচিব। গতবার ঢাকায় গেলে বিপব প্রথমেই জানতে চাইলেন, বিএনপির সঙ্গে আপনার ঝামেলা মিটেছে ? আমি বললাম, ও ঝামেলা কখনো মিটবে না।

৪.

আমার রেষ্টুরেন্টে বি চৌধুরী এলেন। সঙ্গে বিএনপির প্রথম শ্রেনীর প্রায় সকল নেতাই। এক ফাঁকে বি চৌধুরী আমাকে বললেন, আমার রাজনীতি কেমন বুঝলে? আমি বললাম, আমি স্যার বুঝেছি; ওদের বোঝা দরকার।
স্বদেশ বার্তার সম্পাদক লুৎফর রহমান শাওন (যিনি সম্প্রতি সিডনিতে আমাকে নিষিদ্ধ করেছেন) ওই সময় আমাকে ফোন করে বললেন, আমি অনেক চেষ্টা করেও বি চৌধুরীর সাক্ষাৎকার নিতে পারছি না; উনি সময় দিচ্ছেন না। আমার

মনে হচ্ছে, যে কোন কারনেই হোক উনি সাক্ষাৎকার দিতে চাচ্ছেন না। আকিদ ভাই, শুনলাম আজ স্যার আপনার রেষ্টুরেন্টে যাচ্ছেন আপনি যদি একটু বলে একটা সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দিতেন। আমি বললাম, আপনি চলে আসেন। তিনি বললেন, আমি কি আমার স্ত্রী কন্যাকে সঙ্গে আনতে পারি ? আমি বললাম, অবশ্যই পারেন। তারা এলে আমি আরো বেশী খুশি হবো। নিয়ে আসেন। বি চৌধুরী ওইদিন দীর্ঘ সময় ধরে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন।

৫.

বি চৌধুরী দেশে ফিরে যাবার পর আমি জানতে পারলাম, বিএনপির যে কমিটি গঠন করা হয়েছে সেই কমিটির উপদেষ্টা পরিষদের একজন সদস্য হিসেবে আমাকে রাখা হয়েছে। বিএনপির সাধারন সম্পাদক লিয়াকত আলী স্বপন আমাকে বললেন, আমরা একটি কমিটি টাইপ করে নিয়ে স্যারের কাছে গেলে তিনি নিজে হাতে উপদেষ্টা পরিষদে আপনার নাম লিখে দিলেন। আমাদের সবার আপত্তি থাকলেও স্যারের সামনে কেউ তখন কথা বলতে পারিনি। কারন তখন আমরা স্যারের মাধ্যমে এই কমিটিকে কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদনের আশা করছিলাম।

৬.

বিএনপির যে কমিটির আমি উপদেষ্টা সেই কমিটি যে সভায় গঠিত হয় সেখানে আমি উপস্থিত ছিলাম না। এরপর কেটে গেছে ৮ বছর। এই আট বছরে বিএনপির কার্যকরী পরিষদের একটি সভাতেও আমি উপস্থিত থাকিনি। কেউ যদি একটি সভাতেও আমার উপস্থিতি কোন ভাবে প্রমাণ করতে পারেন তাহলে আমার প্রিয় বাসভূমি'র প্রকাশনা আগামী কাল থেকেই বন্ধ করে দেবো। চ্যালেঞ্জ। এই ৮ বছরে বিএনপির আরো অনেকগুলো কমিটি হয়েছে। এগুলোর মধ্যে কেউ কেউ 'কেন্দ্রীয় কমিটি অনুমোদিত' বলেও দাবী করেছেন। তাহলে ৮ বছর আগে গঠিত কমিটি কি ভাবে আজো বহাল আছে ? আর যে ওয়েব সাইট আমাকে বিএনপির উপদেষ্টা হিসেবে দাবী করে আত্মতৃপ্তি পাচ্ছে এবং আহাজারী করছে তারা নিজেরাও আগের কমিটিকে অস্বীকার করে বিএনপির অন্য কমিটির সংবাদ ছেপেছে বারবার। এখন হঠাৎ কওে সেই ৮ বছর আগের কমিটিকে কেন তারা টেনে আনছেন তা সবাই বুঝতে পারছেন। আর যে কমিটির ৮ বছরের ইতিহাসে একটি সভাতেও আমি যোগদান করিনি আমার পদটিই বা কি ভাবে বহাল থাকে ? আমার সম্মতি ছাড়া, স্বাক্ষর ছাড়া কেউ আমাকে একটি কমিটিতে ঢুকিয়ে দিলেই

আমি সেই কমিটির সদস্য হয়ে গেলাম ? (বরং বিকল্পধারা বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়াতে গঠন করার সময় বি চৌধুরীর অনুরোধে আমি স্বেচ্ছায় তার সদস্য হয়েছিলাম। কায়সার আহমেদ ওই কমিটির সভাপতি ছিলেন। তিনি পদত্যাগ করলে ওই কমিটি কার্যত: বাতিল হয়ে গেছে। বিএনপি'র উপদেষ্টা পরিষদে কখনোই ইচ্ছাকৃতভাবে আমি সদস্য হইনি)।

৭.

এখন কেউ কেউ আমাকে জোর করে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে বিএনপি বানাতে চাচ্ছে। আমার স্পষ্ট বক্তব্য, আমি কখনোই ইচ্ছাকৃত ভাবে বিএনপির অস্ট্রেলিয়ার উপদেষ্টা হইনি। আমি বিএনপির আদর্শে বিশ্বাসীও নই।

৮.

খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে গত ৮ বছরে আমি আমার পদ থেকে পদত্যাগ করিনি কেন ? যা আমি কখনো গ্রহণই করিনি তা ত্যাগ করার প্রশ্ন আসবে কেন ? যা আমি কখনো ধারনই করিনি তা বর্জন করবো কি ভাবে ?

৯.

বি চৌধুরীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক রাজনৈতিক নয়। ব্যক্তিগত। সেই সম্পর্কের গভীরতা রাজনীতির ক্ষুদ্র ফিতা দিয়ে মাপা সম্ভব নয়। সেই ব্যক্তিগত সম্পর্ক সম্পর্কে আমি কোন ব্যাখ্যা দিতেও রাজি নই।

১০.

বিএনপি অথবা আওয়ামীলীগের আদর্শের চেয়েও অনেক বড় আদর্শ আমি ধারন করে আছি। সেই অলৌকিক এক আলোকিত আদর্শের সন্ধান যারা পেয়েছে তাদের কাছে আর সব আদর্শই তুচ্ছ। সেই অলৌকিক আদর্শেও কথা বরবো আগামী আপডেটে।